বাংলাদেশে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন: জাতীয় মানব উন্নয়ন পরিকল্পনায় যা ভাবতে হবে

আবুল বারকাত

অধ্যাপক

অর্থনীতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(ই-মেইল: hdrc.bd@gmail.com, hdrc@bangla.net)

প্রিপ ট্রাস্ট এবং অক্সফাম জিবি আয়োজিত

"দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র এবং নারীর ক্ষমতায়ন" শীর্ষক

জাতীয় কর্মশালার জন্য রচিত

সিরডাপ, ঢাকা: ২৮ এপ্রিল ২০০৮

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন: উন্নয়নের পূর্বশর্ত

"নারীর ক্ষমতায়ন"– অর্থনৈতিকসহ সামগ্রিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। একথা এদেশে গুটি কয়েক উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী ছাড়া সম্ভবত কেউই প্রকাশ্যে অস্বীকার করেন না। দলিল-দস্তাবেজে সরকারও যে তা স্বীকার করেন তার অন্যতম প্রমাণ হলো, "সংবিধানের প্রাধান্যসহ" "সমসুযোগ" সংক্রান্ত সকল বিষয়কে বাংলাদেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্তি; ১৯৯৭-এ নারী নীতি প্রণয়ন (যদিও এখন এ নীতির বিরোধী শক্তি জঙ্গী কায়দায় মাঠে নেমেছে); স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নারীর অন্তর্ভুক্তির বিধান আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচলন; সকল পরিকল্পনা দলিলে নারীর সরব উপস্থিতি (অন্তত: কাগজে); সহস্রাব্দ উন্নয়ন ঘোষণায় (Millennium Development Declaration) রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের স্বাক্ষর করা। তবে কাগুজে স্বীকৃতি আর বাস্তবে ফারাক আছে– ব্যাপক ফারাক।

নারীর ক্ষমতায়ন আসলে সামগ্রিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হতেই হবে। কারণ এ দেশের জন্মটাই হয়েছিলো নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের সবার উন্নয়নেরই আকাঙ্খা নিয়ে। যে আকাঙ্খার মর্মবস্তু হলো বৈষম্যহীন অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা এবং অসাম্প্রদায়িক মানস-কাঠামো সৃষ্টি। আকাঙ্খার এ অর্থে প্রকৃত উন্নয়ন মানে শুধু মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি নয়। প্রকৃত উন্নয়ন হলো মানব উন্নয়ন (human development), আরো সঠিক অর্থে বললে বলতে হয় মানবিক উন্নয়ন (humane development)। আর জনসংখ্যার অর্ধেক অর্থাৎ নারীকে বাদ দিয়ে, নারীকে অক্ষমতায়িত রেখে এ উন্নয়ন কল্পনাতীত। কল্পনাতীত এ কারণে যে আমাদের দেশের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সাংবিধানিক চেতনার সাথে সাযুজ্য রেখে প্রকৃত এ উন্নয়নের অর্থ হতে হবে নিম্নরূপ:

১. মানুষের পরিপূর্ণ জীবনের সুযোগ সৃষ্টি ও তা সম্প্রসারণ (ensuring opportunities for a full life) – এ দিক থেকে নারীরা পিছিয়ে আছেন– নারীদের পিছিয়ে রাখা হয়েছে;
২. (উন্নয়ন প্রক্রিয়ায়) বহিঃস্থদের অন্তর্ভুক্তিকরণ (inclusion of the excluded)-নারীরা বহিঃস্থই ছিলেন বহিঃস্থই আছেন (তথাকথিত 'সচলতা' যতই বাড়ুক না কেনো);
৩. মানুষের জন্য পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ সম্প্রসারণ (ensuring full freedom that people shall enjoy)– যেখানে থাকবে– অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (economic empowerment অর্থে), রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক সুবিধাদি, স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা– এসব স্বাধীনতার প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারী অ-স্বাধীন।
৪. মানুষ তার নিজের জন্য যে জীবন মূল্যবান মনে করেন সে জীবন বেছে নেয়ার সুযোগ সম্প্রসারণ (expanding choices to lead lives people value)–এক্ষেত্রেও নারীকে অবশ্যম্ভাবীভাবেই পিছিয়ে রাখা হয়েছে।
৫. অ-স্বাধীনতার সকল উৎস তিরোহিত করা (removal of all sources of un-freedom)–নারীর জন্য কোথায় এ প্রক্রিয়া?

৬. সাংবিধানিক ও ন্যায় অধিকার-কে শ্রদ্ধা করা (respecting constitutional and justiciable rights)– নারীর ক্ষেত্রে বিষয়টি আদৌ মান্য করা হয় কি?
৭. সকল ধরণের দারিদ্র উচ্ছেদ-নির্মূল-হ্রাস (!) করা (eradicating poverty)– কোথায় এ প্রক্রিয়া?
৮. বঞ্চনার ফাঁদ ভেঙ্গে ফেলা (breaking deprivation trap)– দারিদ্র-উদ্ভূত বঞ্চনা, ক্ষমতাহীনতা-উদ্ভূত বঞ্চনা, নিঃসঙ্গতা-বিচ্ছিন্নতা-একাকিত্ব-উদ্ভূত বঞ্চনা, শারীরিক-স্বাস্থ্যগত দুর্দশা-উদ্ভূত বঞ্চনা, ভঙ্গুরতা-উদ্ভূত বঞ্চনা– এসবের কোন্ বঞ্চনা থেকে নারী মুক্ত? অথবা এ মুক্তির অর্থপূর্ণ প্রক্রিয়ারই বা অস্তিত্ব কোথায়?

আসলে মানবিক উন্নয়নের উল্লিখিত মর্মবস্তু এ দেশে বাস্তব জীবনে স্বীকৃত নয়। নারীর জন্য তা আরো বেশি অস্বীকৃত। আর দরিদ্র নারীর ক্ষেত্রে সবচে' বেশি অস্বীকৃত। উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষকে বিশেষত নারীকে কখনও অবস্থান করানো হয়নি– সম্ভবত সচেতনভাবেই এটা করা হয়নি। পিতৃতান্ত্রিকতাসহ সামন্ত ধ্যান-ধারণা থেকে শুরু করে মুক্ত বাজার অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট অনেক কারণই এর পিছনে অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

আসলে নারীর প্রকৃত অবস্থা-অবদান আমরা বুঝি না, স্বীকারও করি না

এদেশে মানবিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নারীর ক্ষমতায়ন প্রশ্নে যা কিছু আত্মস্থ করা ও স্বীকার করা অপরিহার্য তা আমরা করি না, কখনও করিনি। অনেক বিষয়ের মধ্যে এ প্রশ্নেও আমাদের আত্মপ্রবঞ্চনা অসীম। এ মর্মে হাজারো উদাহরণের কয়েকটি উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি।

১. এ দেশে নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা বড় মাপের স্ববিরোধ লক্ষ্যণীয়। আমাদের ব্যক্তিজীবনে নারী-জননী হিসেবে সম্ভবত সবচে' বেশি শ্রদ্ধার পাত্র। মা'এর জন্য জীবন দিতে পারে না এমন পুরুষ পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু ঐ জননীই তার সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবারে-সমাজে রাষ্ট্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন এবং নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রক হবেন– এ কথা কি আমরা আসলেই ভাবি?
২. কৃষি প্রধান দেশে কৃষি উৎপাদনে নারীর অবদান যে ৫০ ভাগ– এর স্বীকৃতি কোথায়? ফসল চাষ, ধান ঝাড়াই, তুষ ছাড়ানো-শুকানো, ধান সেদ্ধ করা, খাবার পানি সংগ্রহ করা, হাঁস-মুরগী-গরু-ছাগল পালন, দুধ দোয়ানো, জ্বালানি সংগ্রহ, রান্না বান্না- এসবই তো নারীই করে। নারী যে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এবং সৃজনশীলতার সাথে এসব করেন– তা কি আমরা বুঝি? আর ধরেই নেয়া হয় যে এসব কাজ করার জন্যেই তো নারীর জন্ম হয়েছে।
৩. আমাদের পরিবারের মা যিনি সবার আগে ঘুম থেকে ওঠেন এবং সবার পরে ঘুমাতে যান অর্থাৎ পরিবারের জন্য যিনি সারা বছর দৈনিক গড়ে কমপক্ষে ১৮ ঘন্টা শ্রম দেন– তার স্বীকৃতি কি এই যে তিনি পরিবারে সবার শেষে, সবার চেয়ে কম এবং উচ্ছিষ্ট খাবার জন্যেই জম্মেছেন?

৪. যে জননী উচ্ছিষ্ট খেয়ে অপুষ্টি-পুষ্টিহীনতার দুষ্ট চক্রে জীবন চালিয়ে দিতে বাধ্য হন তার এ প্রক্রিয়ার শুরু তো নারী হিসেবে জন্মগ্রহণের দিন থেকেই। প্রয়োজনীয় খাদ্য-পুষ্টির অভাব নিয়েই তার জন্ম; আর এভাবেই পেরিয়ে যায় তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন। আর মা হিসেবে তার ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে পরবর্তী প্রজন্ম যে ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী হবেন এবং সন্তানদের মস্তিষ্ক কোষের স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হবে– এটাই তো স্বাভাবিক। এসব নিয়ে আমাদের সক্রিয় ভাবনাটা কোথায়?

৫. আমরা কি কখনো ভেবেছি যে এ দেশে দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-প্রান্তিক-স্বল্প আয় পরিবারের প্রায় সকল পরিণত নারীর ওজন ৫০ কেজির কম– যা মাতৃকালীন মৃত্যু এবং শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ; যা গর্ভপাত, মাতৃত্বজনিত অসুখ-বিসুখ রুগ্নতার অন্যতম কারণ এবং যা শেষাবধি নারীর জীবনের আয়ু কমিয়ে দেয়?

৬. আমাদের পরিবারের মেয়েদের শৈশব কাটে বাড়ীর বয়স্ক ও ছোটদের দেখাশুনা-সেবাযত্ন করে। তাদের এ সেবা-শ্রমের শ্রদ্ধা-মূল্য অথবা অর্থ-মূল্য নিরূপণ করা হয় কি?

৭. আমাদের গার্মেন্টস শিল্পের মেয়েরা কর্মস্থলে যাওয়া-আসা মিলে বছরে ২৪০ কোটি কিলোমিটার হেটে দেশের জন্য যে কয়েক হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অন্যের হাতে তুলে দেন– এ শোষণ ও অবদানের স্বীকৃতি কোথায়? ঐ মেয়েরা তো অর্দ্ধভুক্ত আর এখন সম্ভবত অভুক্ত– এ কথা কে ভাবেন?

৮. নারী যদি পুত্র সন্তান উপহার দিতে না পারেন সেক্ষেত্রে পুরুষ বেটা যে এক বা একাধিক বিয়ে করে ফেলেন– এ নিয়ে বিজ্ঞান সম্মত চিন্তা-উদ্ভূত কোনো ধরণের চিন্তাভাবনার প্রচার-প্রসার আছে কি?

৯. অসুস্থ হলে ছেলে সন্তানের তুলনায় মেয়ে সন্তানকে সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে হয় নেয়া হয় না অথবা কম নেয়া হয় অথবা দেরিতে নেয়া হয়– এ মানসিকতার উৎস নিয়ে আমরা কখনো ভাবি কি, ভেবেছি কি?

১০. এদেশে প্রতিবছর যক্ষা রোগে আক্রান্ত কমপক্ষে ১ লাখ নারীর যক্ষা রোগ নির্ণিত হয় না– এটা যে যক্ষা রোগ নির্ণয়ে সরকারি পদ্ধতির গুরুতর ভ্রান্ত কৌশলের কারণেই ঘটে তা কি আমরা জানি? এ ক্ষেত্রে যদি বলি সরকারি স্বাস্থ্য সেবা নারী-বিদ্বেষি– তা হলে কি ভুল বলা হবে?

১১. এদেশে আনুমানিক ৮৫ ভাগ নারী প্রসূতি সেবা এবং প্রসবোত্তর সেবা থেকে বঞ্চিত। যদি তাই হয় সেক্ষেত্রে আমাদের দায়-দায়িত্ব বোধের এ দৈন্য কেন? সরকারই বা কি করেন, কি করছেন, কি ভাবছেন? সরকার মানে কি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্যাজেরো জীপ, বড় বড় কথা, বড় বড় প্রকল্প উদ্বোধনে অকর্মণ্যের মত ফিতে-ফাতা কাটা, আর আখের গোছানো?

১২. নারীরা যেখানে দেশের প্রায় অর্দ্ধেক জনগোষ্ঠি সেখানে সরকারের ক্রীড়া খাতের উন্নয়ন বাজেটে নারীর হিস্যা কেন মোট ক্রীড়া বাজেটের মাত্র ১৫ ভাগ? দেশের দরিদ্র ঘরের মেয়েরা কি জানেন

যে দেশে ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, শারিরীক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কলেজ আছে? এসব তাদের না জানানোটাই নিয়ম– বলা যায় অঘোষিত বিধি।

১৩. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষার আলাদা বাজেট-বরাদ্দ নেই কেনো? সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লিঙ্গ-বৈষম্যপূর্ণ ধারণা হল জন্মগতভাবেই ছেলেদের চেয়ে মেধা ও মননের দিক দিয়ে মেয়েরা কমজোরি এবং মেয়েরা অঙ্কে দুর্বল। সরকারি নীতি-নির্ধারকেরাও কি তাই ভাবেন?

১৪. সরকার এখন বলছেন ১০০ ভাগ নারী নির্যাতনের কেইস রিপোর্ট করা হবে। ১০০ ভাগ নির্যাতিত নারী মানে বছরে কত নারী নির্যাতিত হন সরকার কি তা জানে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস জানে না কারণ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রাণালয়ে নথিভুক্ত নারী নির্যাতনের সংখ্যা বছরে মাত্র ১২ হাজার। আর আমার হিসেবে এ দেশে বছরে ২৩ লাখ নারী নির্যাতিত হন যাদের জন্য আইনগত, স্বাস্থ্যগত ও কাউন্সেলিং সেবা প্রয়োজন।

১৫. আমাদের মায়েরা ৩০-৪০ বছর ধরে বসা অবস্থায় রান্না-বান্নার কাজে ব্যয় করার কারণে বাতজ্বর থেকে শুরু করে বদ্ধ রান্না ঘরের ধোঁয়া-উদ্ভুত বিভিন্ন অসুস্থতায় ভোগেন ফলে তাদের জীবনে একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট অসুস্থতা ক্রনিক রূপ নেয় তেমনি তাদের জীবনের আয়ু হ্রাস পায়। কিন্তু প্রাকৃতিক গ্যাসে সমৃদ্ধ এদেশে যদি রান্নার কাজে গ্যাস সরবরাহ করে হেসেল ঘরে নারীকে বসা অবস্থা থেকে দাঁড়ানো অবস্থায় নেয়া যায় তাহলে তো নারীর গড় আয়ু কমপক্ষে ৫ বছর বাড়তে পারে। আর সেই সাথে হেসেল-উদ্ভুত বাতজ্বরসহ ধোঁয়া-উদ্ভুত জটিল অসুখাদিও কমে যাবে। আমরা কি আমাদের মেয়েদের-মায়েদের জীবনের গড় আয়ু পাঁচ বছর বাড়ানোর বিপক্ষে?

আমার মনে হয় না এদেশে নারীর প্রকৃত অবস্থা নিয়ে যা কিছু উল্লেখ করলাম এর বেশি বলার আছে। তবে আমাদের দেশের বাস্তবতা এবং আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সামন্ত ধ্যান ধারণার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ বিধায় "নারীর ক্ষমতায়ন" বিষয়ক একটি গবেষণা ফলাফল উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি। পশ্চিমা একজন সমাজ গবেষক গবেষণা কাজটি করেছিলেন বার্মায় (বর্তমানে মায়ানমার)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ঐ গবেষক বার্মায় গিয়ে দেখলেন যে নারীরা সবসময়েই পুরুষদের পিছনে পিছনে হাটেন। এ থেকে তিনি উপসংহারে উপনীত হলেন যে বার্মার নারীরা পশ্চাৎপদ, পিতৃতান্ত্রিকতার শিকার। ঐ একই গবেষক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আবারো "নারীর ক্ষমতায়ন" অবস্থা দেখার জন্য বার্মায় গিয়ে দেখলেন ঠিক উল্টোটা অর্থাৎ আগে নারী চলতো-হাটতো পুরুষের পেছন-পেছন আর এখন পুরুষরা হাঁটছে নারীর পেছন-পেছন অর্থাৎ নারী সামনে-পুরুষ পেছনে। উৎফুল্ল হয়ে গবেষক লিখলেন বার্মায় "নারীর ক্ষমতায়নে" নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে– নারীরা এখন পুরুষের সামনে। আসলে ঘটনা উল্টো। নারীরা যে আগে হাঁটছেন আর পুরুষরা নারীর পেছনে (বেশ দূরত্বে) তার কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্মায় প্রচুর ল্যান্ড মাইন পোঁতা হয়েছিলো। অর্থাৎ যে আগে হাটবে সে আগে মরবে।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন-সংশ্লিষ্ট চিন্তা-ভাবনায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে কোথায়?

আমাদের মধ্যবিত্ত "সুশীল" সমাজে নারী-চিন্তকদের সংখ্যা এখন অনেক। নারীর প্রকৃত অবস্থাটা প্রত্যেকে নিজের মত করে অথবা নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা দিয়ে অথবা অন্য কারো এজেন্ডা অনুযায়ী বিচার-বিশ্লেষণ করেন। আর তদনুযায়ীই নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নসহ সার্বিক ক্ষমতায়নের– প্রেসক্রিপশন দিয়ে থাকেন।

এ দেশের নারী আসলে দু'দিক থেকে নিরন্তর বঞ্চনার শিকার: প্রথমত, নারী-নারী হিসেবেই বঞ্চিত, দ্বিতীয়ত নারী– দরিদ্র মানুষ হিসেবে বঞ্চিত। আর তাই আমি মনে করি এ দেশে নারীর প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনে প্রথমেই নারীর আর্থ-সামাজিক শ্রেণী অবস্থান জানা সবচে' জরুরি। অথচ বাস্তব সত্য হল এই যে সবচে' প্রয়োজনীয় এ বিষয়টি আমরা সবচে' কম জানি। এ কারণেই নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট করণীয় নির্ধারণে নারীর শ্রেণীগত আর্থ-সামাজিক বিন্যাস সম্পর্কিত অভিজ্ঞান বিষয়টি আমি সবচে' গুরুত্ব দিতে চাই।

আমার হিসেবে (সারণি ১) ১৫ কোটি মানুষের এ দেশে ৯ কোটি ৮৯ লাখ মানুষ সরাসরি দরিদ্র-বিত্তহীন মানুষ– যাদের ৮২ ভাগ অর্থাৎ ৮ কোটি ৯০ লাখ গ্রামের মানুষ আর বাদবাকী ১৮ ভাগ অর্থাৎ ১ কোটি ৮০লাখ শহরে বাস করেন। শ্রেণী কাঠামোর আরেক প্রান্তে আছেন ধনী মানুষ– যাদের সংখ্যা ৪১ লাখ। আর মাঝখানে আছেন ৪ কোটি ৭০ লাখ মধ্যবিত্ত মানুষ (দেশের মোট জনসংখ্যার ৩০%)। এ মধ্যবিত্ত মানুষ আবার বিত্তের মানদণ্ডে তিনভাগে বিভক্ত: ২ কোটি ৫৪ লাখ মানুষ (মোট মধ্যবিত্তের ৫৪%) নিম্ন মধ্যবিত্ত, ১ কোটি ৪৬ লাখ (মোট মধ্যবিত্তের ৩১%) মধ্য-মধ্যবিত্ত, আর বাদবাকী ৭০ লাখ (মোট মধ্যবিত্তের ১৫%) উচ্চ-মধ্যবিত্ত। গত এক-দেড় বছরে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আর প্রকৃত আয় হ্রাসের যে প্রবণতা তা থেকে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে দরিদ্র-বিত্তহীন মানুষ এখন আগের চেয়ে আরো দরিদ্র হয়েছেন, আর নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষ নিঃসন্দেহে দরিদ্র-বিত্তহীন মানুষের কাতারে যোগ দিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে ১৫ কোটি মানুষের এদেশে প্রকৃত দরিদ্র-বিত্তহীন মানুষের সংখ্যা হবে কমপক্ষে ১২ কোটি ৪৩ লাখ (অর্থাৎ জনসংখ্যার ৮৩%)। এ ১২ কোটি ৪৩ লাখ মানুষ মানব-উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট যে কোনো মাপকাঠিতেই দরিদ্র। আর এ মানুষের মধ্যে অর্ধেক মানুষ অর্থাৎ ৬ কোটি ২০ লাখ নারী (জনসংখ্যায় নারী-পুরুষ অনুপাত সমান নয়, "missing women"-এর কারণে) দ্বিমাত্রিক (হতে পারে বহুমাত্রিক) দরিদ্র– একবার নারী হিসেবে আর একবার দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তিক নারী হিসেবে।

সারণী ১: বাংলাদেশে ১৫ কোটি মানুষের আর্থ-সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস, ২০০৭ সাল

(মিলিয়ন জনসংখ্যায়)

গ্রাম/শহর	দরিদ্র (বিত্তহীন)	মধ্যবিত্ত শ্রেণী				ধনী	সর্বমোট
		নিম্ন	মধ্য	উচ্চ	মোট		
গ্রাম	৮০.৯	১৮.২	৯.২	৩.৪	৩০.৮	২.৩	১১৪
শহর	১৮.০	৭.২	৫.৪	৩.৬	১৬.২	১.৮	৩৬
মোট	৯৮.৯	২৫.৪	১৪.৬	৭.০	৪৭.০	৪.১	১৫০

উৎস: প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত। হিসেব পদ্ধতির বিস্তারিত জানতে দেখুন: Abul Barkat, "Economics of Fundamentalism and the Growth of Political Islam in Bangladesh", in *Social Science Review*, Dhaka University, Vol-23, Number 2, December 2006.

আমার ধারণা এদেশে আমরা যখন নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলবো তখন প্রথমেই উল্লিখিত ১২ কোটি ৪৩ লাখ দরিদ্র-বিত্তহীন মানুষের অর্থাৎ ২ কোটি ৬০ লাখ খানার (দেশে মোট খানা হবে ৩ কোটি ১০ লাখ) ৬ কোটি ২০ লাখ নারীর জীবন নিয়ে ভাববো। এই ৬ কোটি ২০ লাখ দরিদ্র-বিত্তহীন নারী কিন্তু দেশের মোট জনসংখ্যারও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ– মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪২ ভাগ মানুষ। দেশের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র-বিত্তহীন এ নারীদের ৮০ ভাগ আছেন গ্রামে আর ২০ ভাগ শহরে। দরিদ্র-বিত্তহীন এসব নারী আছেন ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষক পরিবারে; আছেন গ্রামের প্রায় সকল নারী প্রধান খানায় এবং শহরের অনেক নারী প্রধান খানায়; এরা আছেন বেকার-কর্মচ্যুত খানায়; এরা আছেন শহরের বস্তিতে; এদের অনেকেই ভাসমান মানুষ; এদের অনেকেই ভিক্ষাবৃত্তির সাথে জড়িত; এদের মধ্যে আছেন বয়োবৃদ্ধ মানুষ-শিশু-কিশোরী-যুবতী; এদের অনেকেই আছেন হাওর-বাওর-চরে; এদের মধ্যে আছেন অনানুষ্ঠানিক খাতের প্রায় সকল নারী; এদের অনেকেই আদিবাসী মানুষ, নিম্নবর্ণ-দলিত সম্প্রদায়ের মানুষসহ সকল প্রান্তিক মানুষ।

সুতরাং আমার মতে এদেশে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নসহ মানুষের ক্ষমতায়নের যতরূপ থাকতে পারে তা দূর করতে হলে অবশ্যই সর্বপ্রথম উল্লিখিত ৬ কোটি ২০ লাখ দরিদ্র-বিত্তহীন নারীর কথা ভাবতেই হবে। কিন্তু নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে যারা ভাবনা-চিন্তা করেন, বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে যথেষ্ট সুন্দরভাবে 'পাওয়ার পয়েন্টে' যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করেন তাদের অনেকেই নারীর শ্রেণীভিত্তিক অগ্রাধিকার-এর এ প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যান। তাদের কাছে কেন যেনো প্রধান অগ্রাধিকারের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় নারীর উচ্চ শিক্ষাসহ নারীর উচ্চপদ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যা প্রধানত: এদেশের ধনী ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত ৫৬ লাখ নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমার প্রশ্ন– এদেশে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিয়ে কথা বললে কোথায় অগ্রাধিকার দেবো? ঐ ৬ কোটি ২০ লাখ দরিদ্র নারীকে (অর্থাৎ যারা মোট নারীর ৮৫%) না'কি ৫৬ লাখ ধনী-উচ্চবিত্ত নারীকে (যারা মোট নারীর ৭.৭%)? মানবিক উন্নয়ন দর্শনে বিশ্বাসী একজন হিসেবে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে আমার অগ্রাধিকার বিবেচনাক্রম হবে এরকম: প্রথমে ৬ কোটি ২০ লাখ দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তিক নারী, তারপরে ৭২ লাখ মধ্যবিত্ত নারী, আর একদম শেষে ৫৬ লাখ উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও ধনী নারী। অন্য যে কোনো ধরনের

গুরুত্বক্রম অর্থাৎ উল্টোটা এদেশে কখনও নারীর অর্থনৈতিকসহ কোনো ধরনের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করবে না। আমার ধারণা এদেশের নারীর ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞান ও আন্দোলন সংগ্রামে বিষয়টি সর্বোচ্চ মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও জাতীয় পরিকল্পনা– গোড়াতেই মৌলিক গলদ

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন তার সামগ্রিক ক্ষমতায়নের প্রধান পূর্বশর্ত। তবে তা একমাত্র পূর্বশর্ত নয়। আর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জনও হবে না এবং তা টিকবেও না যদি না ক্ষমতায়নের অন্য উৎসগুলো একই সাথে কাজ না করে। আর এসবের মধ্যে আছে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, সামাজিক সুবিধাদি প্রাপ্তি-উদ্ভূত ক্ষমতায়ন (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি), স্বচ্ছতা-উদ্ভূত ক্ষমতায়ন এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা-সংশ্লিষ্ট ক্ষমতায়ন (empowerment of protective security)। আর এসব ক্ষমতায়ন-উদ্দিষ্ট পরিকল্পনায় অবশ্যই প্রধান অগ্রাধিকার দিতে হবে উল্লিখিত ৬ কোটি ২০ লাখ দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তস্থ নারীকে। কোথায় সে জাতীয় পরিকল্পনা যেখানে ঐ ৬ কোটি ২০ লাখ দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তস্থ নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সময় বেঁধে দিয়ে ক্ষমতায়িত করার কথা বলা হয়েছে? আমার জ্ঞানে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত এবং শুধু তাই নয় এদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা-রচয়িতারা বিষয়টি কোনো দিনই ভাবেননি। যদি বলি আমরা কেউই তাদের এ ভাবনা ভাবাতে পারিনি– একথা কি অতিকথন হবে? আর সরকারি আমলা-প্রশাসন-পরিকল্পনা প্রণয়নকারীদের এ ভাবনা ভাবানোও কঠিন কাজ; এক্ষেত্রে মহাশ্বেতা দেবির ভাষায় ধোপদুরস্থ সরকারি কর্মকর্তার উদ্দেশ্যে আদিবাসী সাওতাল নারীর বক্তব্যটি প্রণিধান যোগ্য যে "তুই সরকার যদি এতই ভালো হবি তাহলে আমার অবস্থা এত খারাপ কেনো"? সেই সাথে এ কথাও সত্য যে বিদেশী দাতাদের এজেন্ডা নিয়ে ঐ ৬ কোটি ২০ লাখ দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তিক নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন ভাবনা কখনো কার্যকরী হতে পারে না।

মূল কথা হলো সরকার এখন যে উন্নয়ন দর্শন মাথায় রেখে পরিকল্পনা করে সেখানে এ ভাবনার অবকাশ নেই। কারণ দর্শনটি মুক্ত-বাজার অর্থনীতির নয়া-উদারবাদী দর্শন যা দরিদ্র বান্ধব নয়– যা নারী বান্ধব নয়– যা পরিবেশ-বান্ধব নয়। এ দর্শনানুযায়ী নারী হলো পণ্য (commodity) – যা কেনা-বেচার বস্তু। উন্নয়নের এ দর্শনটি এ দেশের মাটি উত্থিত নয়– বাইরে থেকে আমদানী করা। যে দর্শন আমাদের সংবিধানের মূল ভিত্তির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ তো নয়ই– বরঞ্চ ঐ ভিত্তির সাথে বিরোধাত্মক। কারণ ভিত্তি হলো 'জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের মালিক", ভিত্তি হলো "নারী-পুরুষের সমানাধিকার", ভিত্তি হলো "নারী-পুরুষের সম-সুযোগের অধিকার"। আর সংবিধানে বিধৃত অধিকারভিত্তিক (rights-based) যে উন্নয়ন দর্শনের কথা আছে তদনুযায়ী নারীর ক্ষমতায়নের ভিত্তি হবে অসাম্প্রদায়িকতা-জাতীয়তাবাদ-গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ বৈষম্যহীন ও শোষণমুক্ত অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র গড়ার প্রতিশ্রুতি। এদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা-দর্শন যেহেতু সাংবিধানিক উন্নয়ন দর্শনের বিপরীত এবং বিরোধাত্মক সেহেতু গোড়াতেই গলদ। আর গোড়ায় গলদ

রেখে গাছের মাথায় পানি ঢেলে লাভ নেই। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নসহ সামগ্রিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে যারা জাতীয় পরিকল্পনা বিনির্মাণ করেন/করছেন এবং যারা বিষয়টি নিয়ে ভাবনা-চিন্তায় মগ্ন তাদের সবার কাছে আমার কয়েকটি সনির্বন্ধ প্রশ্ন– এদেশের ৬ কোটি ২০ লাখ দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তিক নারীর (যারা দেশের মোট নারীর ৮৫% আর দেশের মোট জনসংখ্যার ৪১%) মধ্যে **কতজন জানেন যে–**

১. সংবিধান নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করে? [অনুচ্ছেদ ২৮(২)]

২. সংবিধানে নারী-পুরুষের সম-সুযোগ স্বীকৃত? [অনুচ্ছেদ ১৯(১)]

৩. সংবিধান বলছে "জনগণই প্রজাতন্ত্রের মালিক"? [অনুচ্ছেদ ৭(১)]

৪. সংবিধান মতে নারীর অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষার অধিকার আছে? [অনুচ্ছেদ ১৫(ক)]

৫. "কাজ পাবার অধিকার"– সাংবিধানিক অধিকার? [অনুচ্ছেদ ১৫(খ)]

৬. "যুক্তি সঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার"– সাংবিধানিক অধিকার? [অনুচ্ছেদ ১৫(গ)]

৭. "সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আওত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য-লাভের অধিকার" –সাংবিধানিক অধিকার? [অনুচ্ছেদ ১৫(খ)]

৮. "জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা"– রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব? [অনুচ্ছেদ ১৪]

৯. "আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করা– রাষ্ট্রের দায়িত্ব"? [অনুচ্ছেদ ১৭(গ)]

১০. "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী"? [অনুচ্ছেদ ২৭]

১১. দেশে যে ২ কোটি বিঘা খাসজমি-জলা আছে তা দরিদ্র নারী-পুরুষেরই ন্যায্য হিস্যা?

এসব সাংবিধানিক ও ন্যায় অধিকার সম্পর্কে যে ৬ কোটি ২০ লাখ দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তস্থ নারীকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়েছে– সম্ভবত: সচেতনভাবে এবং পরিকল্পিতভাবে– সে দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তিক নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নসহ সামগ্রিক ক্ষমতায়ন কিভাবে ঘটতে পারে? কোন প্রক্রিয়ায়? এ আমার কাছে দুর্বোধ্য! এদেশে সরকারিভাবে গৃহিত জাতীয় উন্নয়ন নীতি-কৌশলে (পিআরএসপি) এসব নেই এবং থাকারও যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নেই। আর পিআরএসপি তো এক অর্থে সংবিধানের সাথে সাযুজ্যপূর্ণও নয়, কারণ সাংবিধানিক বিধি হলো "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে **পরিকল্পিত** অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতি মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন".... (অনুচ্ছেদ ১৫) এবং এ লক্ষ্যে "উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা ব্যবস্থা হইবে গুরুত্বক্রম অনুসারে যথাক্রমে রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী এবং

ব্যক্তিগত মালিকানা” (অনুচ্ছেদ ১৩)। আর এসবই হবে **পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার** আওতায়। কিন্তু হয়ে গেলো সম্পূর্ণ উল্টো: জনগণের নির্বাচিত সংসদে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের “অপ্রয়োজনীয়তা” নিয়ে কোনোই আলাপ-আলোচনা হলো না; দাতাদের আদেশ-নির্দেশ-তত্ত্বাবধানে প্রণিত হলো জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা নীতি-কৌশল (পিআরএসপি) এবং সেটাও জাতীয় সংসদে আলোচনা হলো না। এ গলদ সাধারণ কোনো গলদ নয়– এ গলদ মৌলিক।

বর্তমান কাঠামোতেই নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্ভব

আমার বিশ্বাস এদেশে দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তিক ৬ কোটি ২০ লাখ নারীর অর্থনৈতিকসহ সামগ্রিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া শুরু করা এবং তা তরান্বিত করা সম্ভব। এ সম্ভাবনা বাস্তবায়নে একমাত্র পথ হলো ১৯৭২-এর মূল সংবিধানের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা– যে প্রক্রিয়ায় প্রথমেই ঐ ৬ কোটি ২০ লাখ দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তিক নারীর সাংবিধানিক অধিকার ও ন্যায়-অধিকার সংশ্লিষ্ট সচেতনায়ন (conscientization) বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। কাজটি যার তার কাজ নয়। এ প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে শুধু এদেশের মুক্তিসংগ্রামের চেতনা ধারণকারী সুদূর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব– অন্য কেউ নয়, অন্য কোনোভাবে নয়।

আমি মনে করি দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তস্থ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নসহ সামগ্রিক ক্ষমতায়ন বিষয়টি ছিটেফোটা দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের কোনো প্রকল্প গ্রহণের বিষয় নয়– বিষয়টি দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির (long term programme not short-term project)। বিষয়টি হতে হবে এমন এক কর্মযজ্ঞের যা দরিদ্র-বিত্তহীন নারীকে প্রকৃত অর্থেই অধিকার-সচেতন করবে। অর্থাৎ বিষয়টি এক কথায় নারীর সচেতনায়ন প্রক্রিয়া বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট সমন্বিত শক্তিশালি ব্যাপকভিত্তিক জাতীয় কর্মসূচির যা দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তিক নারীর সচেতনায়ন–মধ্যস্থতাকারী ক্ষমতায়ন (conscientization-mediated empowerment) নিশ্চিত করবে। বর্তমান কাঠামোতেই এ অর্জন সম্ভব। এদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে এ লক্ষ্যের দীর্ঘ কর্মকাণ্ডে যথেষ্ট সাফল্য প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে দরিদ্র নারী যারা ১০ বছর ধরে অধিকার-সচেতনায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পার হয়েছেন তারা তাদেরই সমকক্ষীয় যারা এ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি (অন্তর্ভুক্তির সুযোগ পাননি) তাদের তুলনায় অনেক বেশি অধিকার সচেতন, ফলে মানবাধিকার ও নারী অধিকার আদায়ে অনেক বেশি সক্রিয় এবং বাস্তবে অধিকার আদায়ও করেছেন অনেক বেশি, এবং তাদের সমৃদ্ধিও (well-being অর্থে) ঘটেছে বেশি, প্রথমোক্তরা শেষোক্তদের তুলনায় এমনকি ক্ষুদ্র ঋণেরও (যা সর্বরোগের মহৌষধ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে!) অধিকতর ফলপ্রদ ব্যবহারে সক্ষম হয়েছেন (সারণি ২)। এ সবই নির্দেশ করে যে, বর্তমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে দরিদ্র নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নসহ সার্বিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব যদি দরিদ্র-বিত্তহীন প্রান্তস্থ নারীর অসীম সৃজনী ক্ষমতা স্বীকার করে

তাদেরকে তাদের মত করে অধিকার-সংশ্লিষ্ট সচেতনায়ন প্রক্রিয়ার আওতাভূক্ত করা যায়। তাহলে মুক্তবাজার অর্থনীতি দর্শন বাদ দিয়ে আমাদের সংবিধানের চেতনায় সচেতনায়ন-মধ্যস্থতাকারী এ উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নিতে অসুবিধা কোথায়?

সারণি ২: সচেতনায়নতার মাত্রা ও সংশ্লিষ্ট নির্দেশকসমূহের নিরিখে দরিদ্র নারী যারা সচেতনায়নতা-প্রক্রিয়ার অন্তর্ভূক্ত এবং যারা এ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নন (২০০৭)

সচেতায়ন সংশ্লিষ্ট নির্দেশক	যারা সচেতনায়ন প্রক্রিয়ার **অন্তর্ভুক্ত**	যারা সচেতনায়ন প্রক্রিয়ার **অন্তর্ভুক্ত নন**
সচেতনায়ন মাত্রা		
মোট	৭২.৫	৩৩.৪
অধিকার বিষয়ক	৮০.৩	৩২.৩
মৌলবাদ বিষয়ক	৮৩.০	৫০.০
বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ক	৫৪.৩	১৮.০
ক্ষমতা কাঠামোয় অভিগম্যতা	২৫.৯	১১.৫
ভালো থাকা/সমৃদ্ধি (well-being অর্থে)	৪৯.৬	১৩.৯

উৎস: বিভিন্ন নির্দেশকের সংজ্ঞা ও গবেষণার পদ্ধতিতাত্ত্বিক বিষয়াদির জন্য বিস্তারিত দেখুন: Barkat A, S Halim, A Podder, A Osman, M Badiuzzaman, 2008. Development as Conscientization: The Case of Nijera Kori in Bangladesh, *Pathak Shamabesh: Dhaka.*